

পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫

সূচীপত্র

ধারাসমূহ

- ১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন
- ২। সংজ্ঞা
- ৩। অন্যান্য আইনের উপর এই অধ্যাদেশের প্রাধান্য
- ৪। পারিবারিক আদালত স্থাপন
- ৫। পারিবারিক আদালতের এখতিয়ার
- ৬। মোকদ্দমা দায়ের
- ৭। সমন ও নোটিশ জারীকরণ
- ৮। লিখিত জবাব
- ৯। পক্ষগণের অনুপস্থিতির ফলাফল
- ১০। বিচার-পূর্ব কার্যধারা
- ১১। রুদ্ধদ্বারকক্ষে বিচার
- ১২। সাক্ষ্য লিপিবদ্ধকরণ
- ১৩। বিচারের সমাপ্তি
- ১৪। আপোষ ডিক্রি
- ১৫। রায় লিখন
- ১৬। ডিক্রি বলবৎকরণ
- ১৬ক। পারিবারিক আদালত কর্তৃক অন্তর্বর্তী আদেশ প্রদান
- ১৭। আপীল
- ১৮। পারিবারিক আদালতের সাক্ষীর প্রতি সমন জারীর ক্ষমতা
- ১৯। পারিবারিক আদালত অবমাননা
- ২০। কতিপয় আইনের প্রয়োগ ও অপ্রয়োগ
- ২১। প্রতিনিধিদের মাধ্যমে উপস্থিতি
- ২২। কোর্ট ফি
- ২৩। ১৯৬১ সনের ৮নং অধ্যাদেশ প্রভাবিত না হওয়া
- ২৪। ১৮৯০ সনের ৮নং আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পারিবারিক আদালত জেলা আদালতরূপে গণ্য হওয়া
- ২৫। মোকদ্দমা ও আপীল স্থানান্তর ও স্থগিতকরণ
- ২৬। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা
- ২৭। বিচারাধীন মামলা সম্পর্কিত বিধানাবলী

পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫
১৯৮৫ সনের ১৮ নং অধ্যাদেশ

[৩০ মার্চ, ১৯৮৫]

পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত অধ্যাদেশ

যেহেতু পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠা এবং তদসংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা রাষ্ট্রপতি, ১৯৮২ সনের ২৪শে মার্চ তারিখের ফরমান অনুসারে এবং এতদুদ্দেশ্যে তাঁহাকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতাবলে, নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেনঃ-

১। (১) এই অধ্যাদেশ পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ নামে অভিহিত হইবে।

সংক্ষিপ্ত
শিরোনাম,
প্রয়োগ ও প্রবর্তন

(২) ইহা পার্বত্য রাঙ্গামাটি, পার্বত্য বান্দরবন ও পার্বত্য খাগড়াছড়ি জেলাসমূহ ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখে ইহা কার্যকর হইবে।

২। (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে,-

সংজ্ঞা

(ক) “কোড” অর্থ দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫নং আইন);

(খ) “পারিবারিক আদালত” অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন পারিবারিক আদালত;

(গ) “নির্ধারিত” অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত।

(২) এই অধ্যাদেশে ব্যবহৃত কিন্তু সংজ্ঞায়িত হয় নাই এইরূপ শব্দ ও অভিব্যক্তির অর্থ কোডে উহাদের যে অর্থ করা হইয়াছে উহা হইবে।

৩। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

অন্যান্য আইনের
উপর এই
অধ্যাদেশের প্রাধান্য

৪। (১) যতগুলি [সহকারী জজ] আদালত রহিয়াছে ততগুলি পারিবারিক আদালত থাকিবে।

পারিবারিক
আদালত স্থাপন

(২) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সকল [সহকারী জজ] আদালতই পারিবারিক আদালত বলিয়া গণ্য হইবে।

^১ “মুসেফ” শব্দের পরিবর্তে “সহকারী জজ” শব্দগুলি পারিবারিক আদালত (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩০ নং আইন) এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

^২ “মুসেফ ” শব্দের পরিবর্তে “সহকারী জজ” শব্দগুলি পারিবারিক আদালত (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩০ নং আইন) এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

(৩) সকল ^১[সহকারী জজ] পারিবারিক আদালতের বিচারক হইবেন।

৫। মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সনের ৮নং অধ্যাদেশ) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, পারিবারিক আদালতের নিম্নোক্ত সকল বা যে কোন বিষয় সম্পর্কিত বা উহা হইতে উদ্ভূত যে কোন মোকদ্দমা গ্রহণ, বিচার এবং নিষ্পত্তি করিবার নিরঙ্কুশ এখতিয়ার থাকিবে, যথাঃ-

পারিবারিক
আদালতের
এখতিয়ার

- (ক) বিবাহ ভঙ্গ;
- (খ) দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার;
- (গ) দেনমোহর;
- (ঘ) ভরণ পোষন;
- (ঙ) সন্তানদের অভিভাবকত্ব ও তত্ত্বাবধান।

৬। (১) এই অধ্যাদেশের অধীন প্রত্যেকটি মামলা সেই পারিবারিক আদালতে আরজি দাখিলের মাধ্যমে দায়ের করিতে হইবে, যাহার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমানার মধ্যে-

মোকদ্দমা দায়ের

(ক) মামলার কারণ সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে উদ্ভূত হইয়াছে; অথবা

(খ) পক্ষগণ একত্রে বসবাস করেন বা সর্বশেষ বসবাস করিয়াছিলেন;

তবে শর্ত থাকে যে, বিবাহ ভঙ্গ, দেনমোহর বা ভরণপোষনের মামলায় সেই আদালতেরও এখতিয়ার থাকিবে, যাহার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমানার মধ্যে স্ত্রী সাধারণতঃ বসবাস করেন।

(২) যে ক্ষেত্রে কোন এখতিয়ার বিহীন আদালতে কোন আরজি দাখিল করা হয় সেইক্ষেত্রে,-

(ক) আরজিটি যে আদালতে দাখিল করা উচিত ছিল সেই আদালতে দাখিলের জন্য ফেরত দেওয়া হইবে;

(খ) আরজি ফেরত প্রদানকারী আদালত ইহার নিকট আরজি দাখিলের ও ফেরত প্রদানের তারিখ, দাখিলকারী পক্ষের নাম ও ফেরত প্রদানের কারণসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আরজির উপর লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৩) আরজিতে বিরোধ সম্পর্কিত সকল অত্যাৱশ্যকীয় তথ্যের উল্লেখ থাকিবে এবং উহার একটি তফসিল থাকিবে, যাহাতে আরজির সমর্থনে উপস্থিত করিতে ইচ্ছুক সাক্ষীগণের নাম ও ঠিকানার উল্লেখ থাকিবে ^২[***] :

তবে শর্ত থাকে যে, বাদী, আদালতের অনুমতিক্রমে, পরবর্তীতে যে কোন সময়, আদালত যদি মনে করে যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে অনুরূপ সাক্ষ্য আবশ্যিক, তাহা হইলে যে কোন সাক্ষীকে আহ্বান করিতে পারিবে।

(৪) আরজিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহেরও উল্লেখ থাকিবে, যথাঃ-

^১ “মুসলিম” শব্দের পরিবর্তে “সহকারী জজ” শব্দগুলি পারিবারিক আদালত (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩০ নং আইন) এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

^২ “এবং ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত সার-সংক্ষেপ যে সম্পর্কে তাহারা সাক্ষ্য প্রদান করিবে” শব্দসমূহ পারিবারিক আদালত (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩০ নং আইন) এর ৩ ধারাবলে বিলুপ্ত।

- (ক) যে আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে উহার নাম ;
- (খ) বাদীর নাম, বর্ণনা ও বাসস্থান;
- (গ) বিবাদীর নাম, বর্ণনা ও বাসস্থান;
- (ঘ) বাদী বা বিবাদী নাবালক বা অপ্রকৃতিস্থ হইলে সেই সম্পর্কে একটি বিবরণী;
- (ঙ) মামলার কারণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী এবং তাহা যে স্থানে ও তারিখে উদ্ভূত হইয়াছে;
- (চ) আদালতের এখতিয়ার রহিয়াছে মর্মে তথ্যাবলী;
- (ছ) বাদীর দাবীকৃত প্রতিকার।

(৫) যেক্ষেত্রে বাদী তাহার দাবীর সমর্থনে সাক্ষ্য হিসাবে তাহার দখলে বা ক্ষমতাধীনে আছে এইরূপ কোন দলিলের উপর নির্ভর করেন, সেইক্ষেত্রে তিনি আরজি দাখিলের সময় আদালতে উহা উপস্থাপন করিবেন এবং একই সময় উক্ত দলিল বা উহার কোন অবিকল বা ফটোষ্ট্যাট কপি আরজির সহিত নথিভুক্ত করিবার জন্য দাখিল করিবেন^১ এবং উক্তরূপ দলিল আরজির সহিত সংযুক্ত বা সংলগ্ন করিবার তালিকায়ও সংযুক্ত করিবেন।]

(৬) যেক্ষেত্রে বাদী তাহার দাবির সমর্থনে সাক্ষ্য হিসাবে এমন কোন দলিলের উপর নির্ভর করেন যাহা তাহার দখলে বা ক্ষমতাধীনে নাই, সেইক্ষেত্রে তিনি উক্ত দলিলটি আরজির সহিত সংযুক্ত বা সংলগ্ন করিবার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট দলিলটি কাহার দখলে বা ক্ষমতাধীনে রহিয়াছে তাহা উল্লেখ করিবেন।

১[(৭) তফসিল এবং উপ-ধারা (৫) ও (৬) এ বর্ণিত দলিলপত্রের তালিকাসহ মামলাটিতে যতজন বিবাদী রহিয়াছে তাহার দ্বিগুন সংখ্যক, আরজির অবিকল নকল উক্ত বিবাদীগণের উপর জারীর জন্য আরজির সহিত প্রদান করিতে হইবে।]

১[(৮) নিম্নলিখিত কারণে আরজি নাকচ হইবে-

- (ক) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (৭) এর আবশ্যিকতা অনুসারে তফসিল ও দলিলের তালিকাসহ আরজির অবিকল নকলসমূহ উহার সহিত সংযুক্ত না থাকে;
- (খ) যে ক্ষেত্রে ধারা ৭(৫) অনুযায়ী সমন জারীর খরচ এবং নোটিশের জন্য ডাক খরচ পরিশোধিত না হয়;
- (গ) যে ক্ষেত্রে আরজি উপস্থাপনের সময় ধারা ২২ অনুযায়ী প্রদেয় ফি পরিশোধ করা না হয়।

(৯) যেক্ষেত্রে আরজি দাখিল করিবার সময় বাদী কর্তৃক কোন দলিল আদালতে দাখিল করিবার প্রয়োজন ছিল অথবা আরজির সহিত সংযুক্ত বা সংলগ্ন করিবার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তদানুযায়ী উহা দাখিল বা অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই, সেই ক্ষেত্রে মামলার শুনানীর সময় আদালতের অনুমতি ব্যতীত

^১ “এবং উক্তরূপ দলিল আরজির সহিত সংযুক্ত বা সংলগ্ন করিবার তালিকায়ও অন্তর্ভুক্ত করিবেন” শব্দসমূহ পারিবারিক আদালত (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩০ নং আইন) এর ৩ ধারাবলে সংযোজিত।

^২ উপ-ধারা (৭) পারিবারিক আদালত (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩০ নং আইন) এর ৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

^৩ উপ-ধারা (৮) এবং (৯) পারিবারিক আদালত (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩০ নং আইন) এর ৩ ধারাবলে সংযোজিত।

উহা তাহার পক্ষে সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হইবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আদালত কোন ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে ব্যতীত এইরূপ অনুমতি প্রদান করিবে না।]

৭। (১) পারিবারিক আদালতে আরজি দাখিল করিবার পর আদালত-

সমন ও নোটিশ
জারীকরণ

- (ক) বিবাদীর উপস্থিতির জন্য সাধারণভাবে অনধিক ত্রিশ দিনের একটি তারিখ ধার্য করিবে;
- (খ) বিবাদীর প্রতি, সমনে নির্ধারিত তারিখে হাজির হইয়া দাবীর জবাব প্রদানের জন্য, সমন জারী করিবে; এবং
- (গ) বিবাদীর নিকট প্রাপ্তি স্বীকারপত্রসহ রেজিস্ট্রী ডাকযোগে মামলার নোটিশ প্রেরণ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীকৃত প্রত্যেকটি সমন এবং প্রেরিত প্রত্যেকটি নোটিশের সঙ্গে আরজির নকল [এবং ধারা ৬(৫) ও ৬(৬) এ উল্লিখিত দলিলপত্রের তালিকার অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে।]

(৩) উপ-ধারা (১)(খ) অনুযায়ী জারীকৃত সমন কোডের ৫নং আদেশের বিধি ৯, ১০, ১১, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ১৯(ক), [২০], ২১, ২৩, ২৪, ২৬, ২৭, ২৮ এবং ২৯ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে জারী করিতে হইবে এবং অনুরূপভাবে জারীকৃত সমন বিবাদীর উপর যথাযথভাবে জারী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) (গ) অনুযায়ী প্রেরিত নোটিশ বিবাদীর উপর তখনই যথাযথভাবে জারী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে যখন বিবাদী কর্তৃক স্বাক্ষরিত বলিয়া প্রাপ্তি স্বীকারপত্রটি আদালত কর্তৃক গৃহীত হয় অথবা আদালত নোটিশ বহনকারী ডাকের বস্ত্রটি ডাক কর্মচারীর এই মর্মে লিখিত মন্তব্যসহ ফেরত পায় যে, বিবাদীর গ্রহণার্থে নোটিশ বহনকারী ডাকের বস্ত্রটি তাহাকে প্রদান করিবার পর তিনি উহা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নোটিশ যথাযথভাবে ঠিকানায়ুক্ত অগ্রীম প্রদত্ত প্রাপ্তি স্বীকারপত্রসহ রেজিস্ট্রী ডাকযোগে যথাযথভাবে প্রেরিত হইয়া থাকিলে নোটিশ ডাকে দেওয়ার তারিখ হইতে ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইবার পর বিবাদীর উপর উহা যথাযথভাবে জারী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদিও প্রাপ্তি স্বীকারপত্রটি হারাইয়া যায় বা ভুল জায়গায় চলিয়া যায় বা অন্য কোন কারণে উক্ত সময়ের মধ্যে আদালত কর্তৃক প্রাপ্ত না হয়।

(৫) উপ-ধারা (১)(খ) অনুযায়ী জারীকৃত সমন প্রেরণের খরচ কোডের অধীন সমন জারীর খরচের অনুরূপ হইবে, এবং উপ-ধারা (১)(গ) অনুযায়ী প্রেরিত নোটিশের ডাক খরচ আরজি দাখিলের সময় বাদী কর্তৃক প্রদত্ত হইবে।

^১ “ধারা ৬(৩) এ উল্লিখিত তফসিলের একটি অনুলিপি, ধারা ৬(৫) এ উল্লিখিত দলিলের একটি অনুলিপি এবং ধারা ৬(৬) এ উল্লিখিত দলিলপত্রের তালিকার একটি অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে” শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি এবং বন্ধনীগুলির পরিবর্তে “এবং ধারা ৬(৫) ও ৬(৬) এ উল্লিখিত দলিলপত্রের তালিকার অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে” শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি এবং বন্ধনীগুলি পারিবারিক আদালত (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩০ নং আইন) এর ৪ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

^২ “২০” সংখ্যাটি পারিবারিক আদালত (সংশোধন), আইন ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩০ নং আইন) এর ৪ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

৮। (১) বিবাদীর উপস্থিতির জন্য নির্ধারিত তারিখে, বাদী ও বিবাদী পারিবারিক আদালতে হাজির হইবেন এবং বিবাদী তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনে লিখিত জবাব দাখিল করিবেন^১।

তবে শর্ত থাকে যে, বিবাদী উপযুক্ত কারণ প্রদর্শনপূর্বক প্রার্থনা করিলে আদালত তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনে লিখিত জবাব দাখিলের জন্য অনূর্ধ্ব একুশ দিনের মধ্যে অপর একটি তারিখ ধার্য করিতে পারিবে।]

(২) লিখিত জবাবে আত্মপক্ষ সমর্থনে উপস্থিত করিতে ইচ্ছুক সাক্ষীগণের নাম ও ঠিকানা সম্বলিত একটি তফসিল সন্নিবেশিত থাকিবে^২।

তবে শর্ত থাকে যে, বিবাদী আদালতের অনুমতিক্রমে, পরবর্তী যে কোন পর্যায়ে সাক্ষী আহ্বান করিতে পারিবেন, যদি আদালত মনে করে যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে অনুরূপ সাক্ষ্য প্রয়োজন।

(৩) যেক্ষেত্রে বিবাদী তাহার আত্মপক্ষের সমর্থনে সাক্ষ্য হিসাবে তাহার দখলে বা ক্ষমতাধীনে আছে এইরূপ কোন দলিলের উপর নির্ভর করেন, সেইক্ষেত্রে তিনি লিখিত জবাব উপস্থাপনের সময় আদালতে উহা উপস্থাপন করিবেন এবং একই সময় উক্ত দলিল বা উহার কোন অবিকল বা ফটোষ্ট্যাট কপি লিখিত জবাবের সহিত নথিভুক্ত করিবার জন্য দাখিল করিবেন^৩। এবং উক্ত দলিল একটি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিয়া উহা লিখিত জবাবের সহিত সংযুক্ত বা সংলগ্নী করিবেন।]

(৪) যেক্ষেত্রে বিবাদী তাহার লিখিত জবাবের সমর্থনে সাক্ষ্য হিসাবে এমন কোন দলিলের উপর নির্ভর করেন যাহা তাহার দখলে বা ক্ষমতাধীনে নাই, সেইক্ষেত্রে তিনি লিখিত জবাবের সহিত সংযুক্ত বা সংলগ্নী করিবার তালিকায় এইরূপ দলিল অন্তর্ভুক্ত করিবেন এবং তাহার দখলে বা ক্ষমতাধীনে উহা আছে তাহা উল্লেখ করিবেন।

^৪[(৫) তফসিল এবং উপ-ধারা (৩) ও (৪) এ বর্ণিত দলিলপত্রের তালিকাসহ মামলাটিতে যত জন বাদী রহিয়াছে তাহার দ্বিগুন সংখ্যক লিখিত জবাবের অবিকল নকল লিখিত জবাবের সহিত প্রদান করিতে হইবে।]

(৬) উপ-ধারা (৫) এ বর্ণিত তফসিল, দলিলপত্র এবং দলিলপত্রের তালিকাসহ লিখিত জবাবের অনুলিপি বাদী অথবা আদালতে উপস্থিত তাহার প্রতিনিধি বা আইনজীবীকে প্রদান করিতে হইবে।

^৫[(৭) যেক্ষেত্রে লিখিত জবাব দাখিল করিবার সময় বিবাদী কর্তৃক কোন দলিল আদালতে দাখিল করিবার প্রয়োজন ছিল অথবা লিখিত জবাবের সহিত সংযুক্ত বা সংলগ্নী করিবার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তদানুযায়ী উহা দাখিল বা অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই, সেইক্ষেত্রে আদালতের অনুমতি ব্যতীত, মামলার শুনানীতে উহা তাহার অনুকূলে সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হইবে নাঃ

^১ পারিবারিক আদালত (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩০ নং আইন) এর ৫ ধারাবলে “দাঁড়ি” এর পরিবর্তে “কোলন” প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর শর্তাংশটি সংযোজিত।

^২ “এবং ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত সার-সংক্ষেপ যে সম্পর্কে তাহারা স্বাক্ষ্য প্রদান করিবে” শব্দসমূহ পারিবারিক আদালত (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩০ নং আইন) এর ৫ ধারাবলে বিলুপ্ত।

^৩ “এবং উক্ত দলিল একটি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিয়া উহা লিখিত জবাবের সহিত সংযুক্ত বা সংলগ্নী করিবেন ” শব্দগুলি পারিবারিক আদালত (সংশোধন), আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩০ নং আইন) এর ৫ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

^৪ উপ-ধারা (৫) পারিবারিক আদালত (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩০ নং আইন) এর ৫ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

^৫ উপ-ধারা (৭) পারিবারিক আদালত (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩০ নং আইন) এর ৫ ধারাবলে সংযোজিত।

তবে শর্ত থাকে যে, আদালত কোন ব্যতীক্রমী ক্ষেত্র ব্যতীত, এইরূপ অনুমতি প্রদান করিবে না।]

৯। (১) বিবাদীর উপস্থিতির জন্য ধার্যকৃত তারিখে মোকদ্দমা শুনানীর জন্য ডাকা হইলে কোন পক্ষই উপস্থিত না থাকিলে, আদালত মোকদ্দমা খারিজ করিয়া দিতে পারিবে।

পক্ষগণের
অনুপস্থিতির
ফলাফল

(২) যেক্ষেত্রে মোকদ্দমা শুনানীর জন্য ডাকা হইলে বাদী উপস্থিত হন কিন্তু বিবাদী অনুপস্থিত থাকেন, সেইক্ষেত্রে-

- (ক) যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে, বিবাদীর প্রতি সমন বা নোটিশ যথাযথভাবে জারী করা হইয়াছে, তাহা হইলে আদালত একতরফাভাবে মামলায় অগ্রসর হইতে পারিবে;
- (খ) যদি সমন বা নোটিশ বিবাদীর উপর যথাযথভাবে জারী করা হইয়াছে মর্মে প্রমাণিত না হয়, তাহা হইলে আদালত বিবাদীর উপর নূতনভাবে সমন ও নোটিশ ইস্যু ও জারী করিবার আদেশ প্রদান করিবে;
- (গ) যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে, বিবাদীর প্রতি সমন বা নোটিশ জারী করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার উপস্থিতির জন্য ধার্যকৃত তারিখে তাকে উপস্থিত হইয়া জবাব প্রদানের মত যথেষ্ট সময় দেওয়া হয় নাই, তাহা হইলে আদালত তৎকর্তৃক পরবর্তী [অনধিক একুশ দিন] এর মধ্যে নির্ধারিত কোন তারিখ পর্যন্ত মামলার শুনানী স্থগিত রাখিবেন এবং বিবাদীকে উক্ত দিন সম্পর্কে নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৩) কোন মামলার শুনানী আদালত একতরফাভাবে মূলতবী করিলে এবং বিবাদী উক্তরূপ শুনানীকালে বা তৎপূর্বে উপস্থিত হইলে এবং তাহার পূর্ববর্তী অনুপস্থিতির জন্য উপযুক্ত কারণ দর্শাইলে, আদালত যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ শর্তে মামলার জবাবে তাহার শুনানী গ্রহণ করা যাইবে যেন তিনি তাহার উপস্থিতির জন্য ধার্যকৃত দিনেই উপস্থিত হইয়াছেন।

(৪) যেক্ষেত্রে মোকদ্দমা শুনানীর জন্য ডাকা হইলে বিবাদী উপস্থিত হন কিন্তু বাদী অনুপস্থিত থাকেন, সেইক্ষেত্রে আদালত মোকদ্দমা খারিজ করিয়া দিবে, তবে বিবাদী যদি দাবীর সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ স্বীকার করেন, তাহা হইলে বিবাদীর উক্তরূপ স্বীকৃতির উপর আদালত বিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রি প্রদান করিবে, এবং যেক্ষেত্রে দাবীর শুধুমাত্র অংশ বিশেষ স্বীকার করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে মোকদ্দমাটি ততটুকু খারিজ করিবেন যতটুকু দাবীর অবশিষ্টাংশের সহিত সম্পর্কিত।

(৫) যেক্ষেত্রে কোন মোকদ্দমা উপ-ধারা (১) এর অধীন খারিজ করা হয়, অথবা উপ-ধারা (৪) এর অধীন সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে খারিজ করা হয়, সেইক্ষেত্রে বাদী, খারিজ আদেশ প্রদানের ত্রিশ দিনের মধ্যে, আদেশ প্রদানকারী আদালতে খারিজ আদেশ রহিত করিবার আদেশ দানের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন, এবং যদি তিনি আদালতকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে, মোকদ্দমাটি শুনানীর জন্য ডাকার সময় তাহার অনুপস্থিতির জন্য যথেষ্ট কারণ ছিল, তাহা হইলে

^১ “অনধিক একুশ দিন” শব্দগুলি পারিবারিক আদালত (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩০ নং আইন) এর ৬ ধারাবলে দ্বারা সন্নিবেশিত।

আদালত খারিজ আদেশ রহিত করিয়া একটি আদেশ প্রদান করিবেন, এবং মোকদ্দমাটি চালাইয়া যাওয়ার জন্য একটি তারিখ ধার্য করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মামলার খরচ বা অন্য কোন বিষয়ে আদালত যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ শর্তে উপ-ধারা (৪) এর অধীন মামলার খারিজ আদেশ রহিত করিতে পারিবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, বিবাদীর উপর আবেদনের নোটিশ জারী না করা পর্যন্ত উপ-ধারা (৪) এর অধীন মামলার খারিজ আদেশ রহিত করা যাইবে না।

(৬) বিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফাভাবে ডিক্রি প্রদান করা হইলে, তিনি ডিক্রি প্রদানের ত্রিশ দিনের মধ্যে, ডিক্রি প্রদানকারী আদালতে উহা বাতিলের আদেশ দানের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন, এবং তিনি যদি আদালতকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে, মামলার শুনানির সময় তাহার আদালতে অনুপস্থিত থাকিবার যথেষ্ট কারণ ছিল তাহা হইলে আদালত খরচ বা অন্য কোন বিষয়ে যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে, সেইরূপ শর্তে তাহার বিরুদ্ধে প্রদত্ত ডিক্রি বাতিল করিবার আদেশ প্রদান করিবে এবং মামলাটি পরিচালনার জন্য একটি নির্দিষ্ট তারিখ ধার্য করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ডিক্রিটি যদি এমন হয় যে, তাহা শুধু উক্ত বিবাদীর বিরুদ্ধেই বাতিল করা যায় না, তাহা হইলে সকল বা অন্য যে কোন বিবাদীর বিরুদ্ধে প্রদত্ত ডিক্রি বাতিল করা যাইবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, বাদীর উপর আবেদনের নোটিশ জারী না করিয়া এই উপ-ধারা অনুযায়ী কোন আদেশ প্রদান করা যাইবে না।

(৭) তামাদি আইন, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৯নং আইন) এর ধারা ৫ এর বিধানাবলী উপ-ধারা (৬) এর অধীন আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১০। (১) লিখিত জবাব দাখিল করা হইলে, পারিবারিক আদালত মোকদ্দমার বিচার-পূর্ব শুনানীর জন্য সাধারণভাবে অনধিক ত্রিশ দিনের মধ্যে একটি তারিখ ধার্য করিবে।

বিচার-পূর্ব
কার্যক্রম

(২) বিচার-পূর্ব শুনানীর জন্য ধার্যকৃত তারিখে আদালত আরজি, লিখিত জবাব^১ [* * *] এবং পক্ষগণ কর্তৃক দাখিলকৃত দলিলসমূহ পরীক্ষা করিবে এবং, যথার্থ মনে করিলে, পক্ষগণের বক্তব্যও শ্রবণ করিবে।

(৩) আদালত বিচার-পূর্ব শুনানীকালে পক্ষগণের মধ্যে বিরোধীয় বিষয়গুলি স্থির করিবে এবং সম্ভব হইলে পক্ষগণের মধ্যে একটি আপোষ বা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিবে।

(৪) যদি আপোষ বা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে আদালত মোকদ্দমার বিচার্য বিষয় গঠন করিবে এবং সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য^২ [সাধারণভাবে অনধিক ত্রিশ দিনের মধ্যে] একটি তারিখ ধার্য করিবে।

১১। (১) পারিবারিক আদালত, উপযুক্ত মনে করিলে, এই অধ্যাদেশের অধীন কোন কার্যধারার সম্পূর্ণ বা কোন অংশ বিশেষ রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠান করিতে পারিবে।

রুদ্ধদ্বার কক্ষে
বিচার

^১ “(যদি থাকে) এবং সাক্ষ্যের সার-সংক্ষেপ” বন্ধনীগুলি এবং শব্দগুলি পারিবারিক আদালত (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩০ নং আইন) এর ৭ ধারাবলে বিলুপ্ত।

^২ “সাধারণভাবে অনধিক ত্রিশ দিনের মধ্যে” শব্দগুলি পারিবারিক আদালত (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩০ নং আইন) এর ৭ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

(২) যেক্ষেত্রে মামলার উভয়পক্ষ কার্যধারা রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠান করিবার জন্য আদালতকে অনুরোধ করেন, সেইক্ষেত্রে আদালত উহা রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠান করিবে।

১২। (১) সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার জন্য নির্দিষ্ট তারিখে, পারিবারিক আদালত যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপে উভয় পক্ষ কর্তৃক হাজিরকৃত সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে।

সাক্ষ্য
লিপিবদ্ধকরণ

(২) আদালত কোন পক্ষের সাক্ষীর উপস্থিতির জন্য কোন সমন জারী করিবে না, তবে মামলার বিচার্য বিষয় গঠন করিবার পর তিন দিনের মধ্যে যদি কোন পক্ষ আদালতকে এই মর্মে অবহিত করে যে, উক্ত পক্ষ আদালতের মাধ্যমে কোন সাক্ষীকে সমন জারী করাইতে ইচ্ছুক এবং আদালত যদি সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত পক্ষের জন্য সাক্ষীকে হাজির করানো সম্ভব নহে বা বাস্তবসম্মত নয়, তাহা হইলে সাক্ষীকে হাজির করিবার জন্য সমন জারী করা যাইবে।

(৩) সাক্ষীগণ তাহাদের নিজের ভাষায় সাক্ষ্য প্রদান করিবেন এবং তাহাদেরকে জেরা করা যাইবে ও তাহাদের পুনঃজবানবন্দী গ্রহণ করা যাইবে।

(৪) আদালত এমন কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে নিষেধ করিতে পারিবে যাহা উহার নিকট অশ্লীল, মানহানিকর বা তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে, অথবা যাহা অপমান বা বিরক্তির উদ্রেক করিবার উদ্দেশ্যে বা অপ্রয়োজনীয়ভাবে আক্রমণাত্মক বলিয়া আদালতের নিকট প্রতীয়মান হইবে।

(৫) আদালত উপযুক্ত মনে করিলে মামলার জন্য প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ের ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যে কোন সাক্ষীকে যে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে।

(৬) আদালত কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য হলফনামার মাধ্যমে প্রদানের অনুমতি দিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আদালত উক্তযুক্ত মনে করিলে, উক্ত সাক্ষীকে পরীক্ষার জন্য ডাকিতে পারিবে।

(৭) আদালতের মামলা পরিচালনাকারী বিচারক কর্তৃক প্রত্যেক সাক্ষীর প্রদত্ত জবানবন্দী, আদালতের ভাষায় লিখিত হইবে এবং উক্ত বিচারক উহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

(৮) কোন সাক্ষী আদালতের ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় সাক্ষ্য প্রদান করিলে, মামলা পরিচালনাকারী বিচারক, সম্ভব হইলে, উক্ত ভাষাতেই তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন এবং আদালতের ভাষায় উক্ত সাক্ষ্যের একটি নির্ভরযোগ্য অনুবাদ রেকর্ডের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৯) সাক্ষীর সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার পর উহা তাহাকে পড়িয়া শুনাইতে হইবে এবং, প্রয়োজন হইলে, উহা সংশোধন করিতে হইবে।

(১০) সাক্ষ্যের কোন অংশের শুদ্ধতা সাক্ষী অস্বীকার করিলে, মামলা পরিচালনাকারী বিচারক, উক্ত সাক্ষ্য শুদ্ধ করিবার পরিবর্তে, সাক্ষী কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তির একটি স্মারক প্রস্তুত করিতে পারিবেন এবং উহাতে তিনি যেরূপ প্রয়োজনীয় মনে করিবেন সেইরূপ মন্তব্য সংযোজন করিবেন।

(১১) যে ভাষায় সাক্ষ্য লিখিত হইয়াছে তাহা যদি প্রদত্ত সাক্ষ্যের ভাষা হইতে পৃথক হয় এবং সাক্ষী যদি উক্ত ভাষা বুঝিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে সাক্ষী যে ভাষায়

সাক্ষ্য দিয়াছে তাহার নিকট সেই ভাষায় অথবা সে যে ভাষা বুঝে সেই ভাষায় উহার ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

১৩। (১) সকল পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হইবার পর, পারিবারিক আদালত উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষ বা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার জন্য পুনরায় প্রচেষ্টা চালাইবেন।

বিচারের সমাপ্তি

(২) অনুরূপ আপোষ বা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হইলে, আদালত রায় ঘোষণা করিবেন, এবং উক্ত রায় ঘোষণার ঐ[সঙ্গে সঙ্গে অথবা অনধিক সাত দিনের মধ্যে সে সম্পর্কে পক্ষগণ বা তাহাদের প্রতিনিধি বা আইনজীবীগণকে যথাযথ নোটিশ প্রদান করিতে হইবে] ও ডিক্রি প্রদত্ত হইবে।

১৪। যেক্ষেত্রে বিরোধ আপোষ বা মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়, সেইক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত আপোষ বা মীমাংসার ভিত্তিতে আদালত মামলার ডিক্রি বা সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

আপোষ ডিক্রি

১৫। (১) পারিবারিক আদালতের প্রত্যেকটি রায় বা আদেশ মামলা পরিচালনাকারী বিচারক কর্তৃক বা তাহার নির্দেশনা অনুযায়ী আদালতের ভাষায় লিখিতে হইবে এবং উহা ঘোষণা করিবার সময় প্রকাশ্য আদালতে উক্ত বিচারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও তারিখযুক্ত হইতে হইবে।

রায় লিখন

(২) আপীলযোগ্য সকল রায় বা আদেশে নিষ্পত্তির বিষয়, তৎসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত এবং উক্ত সিদ্ধান্তের কারণসমূহের উল্লেখ থাকিবে।

১৬। (১) পারিবারিক আদালত নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে ডিক্রি প্রদান করিবে এবং উহার বিবরণ নির্ধারিত ডিক্রি রেজিস্টার বহিতে লিপিবদ্ধ করিবে।

ডিক্রি বলবৎকরণ

(২) যদি ডিক্রির দাবী পূরণকল্পে আদালতের উপস্থিতিতে কোন অর্থ পরিশোধ করা হয়, বা কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করা হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত রেজিস্টার বহিতে অনুরূপ পরিশোধ বা হস্তান্তরের বিষয় লিপিবদ্ধ করিবে।

ঐ(৩) যে ক্ষেত্রে ডিক্রি টাকা পরিশোধ সম্পর্কিত হয় এবং আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ডিক্রিকৃত টাকা পরিশোধিত না হয়, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হইবার এক বৎসরের মধ্যে ডিক্রিদার কর্তৃক আবেদনের প্রেক্ষিতে ডিক্রিটি নিম্নের যে কোনটির ন্যায় বাস্তবায়িত করা হইবেঃ-

(ক) কোড এর অধীন কোন দেওয়ানী আদালত কর্তৃক প্রদত্ত টাকার ডিক্রির ন্যায়, অথবা

(খ) ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫নং আইন) এর অধীন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত জরিমানা প্রদান আদেশের ন্যায়,

এবং এইরূপ বাস্তবায়নের পর ডিক্রির আদায়কৃত টাকা ডিক্রিদারকে প্রদান করিতে হইবে।

(৩ক) উপ-ধারা (৩)(ক) এর অধীন ডিক্রি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে, আদালত দেওয়ানী আদালত হিসাবে গণ্য হইবে এবং কোড এর অধীন উক্ত আদালতের সকল

^১ “সঙ্গে সঙ্গে অথবা অনধিক সাত দিনের মধ্যে সে সম্পর্কে পক্ষগণ বা তাহাদের প্রতিনিধি বা আইনজীবীগণকে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে” শব্দগুলি পারিবারিক আদালত (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩০ নং আইন) এর ৮ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

^২ উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে উপ-ধারা (৩), (৩ক), (৩খ) এবং (৩গ) পারিবারিক আদালত (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩০ নং আইন) এর ৯ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

ক্ষমতা উহার থাকিবে।

(৩খ) উপ-ধারা (৩)(খ) এর অধীন ডিক্রি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে, পারিবারিক আদালতের বিচারক একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে গণ্য হইবেন এবং ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এর অধীন উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের সকল ক্ষমতা তাহার থাকিবে, এবং তিনি ডিক্রিকৃত বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য উক্ত কোড এ জরিমানা আদায়ের জন্য বর্ণিত পদ্ধতিতে ওয়ারেন্ট জারী করিতে পারিবেন, এবং ওয়ারেন্ট জারীর পর অপরিশোধিত সম্পূর্ণ ডিক্রিকৃত টাকা বা উহার কোন অংশের জন্য রায়ে দেনাদারকে অনধিক তিন মাস পর্যন্ত মেয়াদের জন্য অথবা আগেই টাকা পরিশোধিত হইলে সেই পর্যন্ত মেয়াদের জন্য কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩গ) যেক্ষেত্রে কোন ডিক্রি টাকা পরিশোধ সংক্রান্ত না হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত ডিক্রি দেওয়ানী আদালতের অর্থ সংক্রান্ত ডিক্রি ব্যতীত অন্য কোন ডিক্রির ন্যায় বাস্তবায়ন করিতে হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে আদালত একটি দেওয়ানী আদালত হিসাবে গণ্য হইবে এবং কোড এর অধীন উক্ত আদালতের সকল ক্ষমতা উহার থাকিবে।]

¶(৪) ডিক্রি প্রদানকারী পারিবারিক আদালত নিজেই ডিক্রি বাস্তবায়ন করিবে অথবা ডিক্রি প্রদানকারী আদালত ডিক্রি বাস্তবায়নের জন্য অন্য কোন পারিবারিক আদালতে উহা বদলী করিতে পারিবে এবং উক্ত ডিক্রি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে আদালতে বদলী করা হইয়াছে সেই আদালতের ডিক্রি প্রদানকারী পারিবারিক আদালতের সকল ক্ষমতা থাকিবে, যেন উক্ত আদালতই ডিক্রি প্রদান করিয়াছে।]

(৫) আদালত, উপযুক্ত বিবেচনা করিলে, তৎকর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রির অর্থ কিস্তিতে পরিশোধ করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ কিস্তির সংখ্যা নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে।

¶১৬ক। যেক্ষেত্রে, মোকদ্দমার যে কোন পর্যায়ে, পারিবারিক আদালত হলফনামা বা অন্য কিছু দ্বারা এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, মোকদ্দমার উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করা হইতে কোন পক্ষকে বিরত রাখিবার জন্য তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী, সেইক্ষেত্রে আদালত উহার নিকট যেরূপ উপযুক্ত প্রতীয়মান হইবে সেইরূপ অন্তর্বর্তী আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।]

পারিবারিক
আদালত কর্তৃক
অন্তর্বর্তী আদেশ

১৭। (১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে পারিবারিক আদালতের রায়, ডিক্রি বা আদেশের বিরুদ্ধে জেলাজজ আদালতে আপীল দায়ের করা যাইবে।

আপীল

(২) পারিবারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোন ডিক্রির বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে আপীল করা যাইবে না, যথাঃ-

(ক) মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ১৯৩৯ (১৯৩৯ সনের ৮নং আইন) এর ধারা ২(৮)(ঘ) তে বর্ণিত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে ব্যতীত, অন্য কোন বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে;

(খ) পাঁচ হাজার টাকার অধিক নহে এইরূপ দেন মোহরের ক্ষেত্রে।

(৩) এই ধারার অধীন কোন আপীল সংশ্লিষ্ট রায়, ডিক্রি বা আদেশ প্রদানের

^১ উপ-ধারা (৪) পারিবারিক আদালত (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩০ নং আইন) এর ৯ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

^২ ধারা ১৬ক পারিবারিক আদালত (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩০ নং আইন) এর ১০ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

তারিখ হইতে, উহার নকল সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় সময় বাদ দিয়া, ত্রিশ দিনের মধ্যে দায়ের করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, জেলাজজ আদালত পর্যাপ্ত কারণে উক্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৪) যে কোন আপীল -

- (ক) লিখিত আকারে হইবে;
- (খ) আপীলকারী যে কারণে রায়, ডিক্রি বা আদেশের বিরোধিতা করিতেছে, তাহার উল্লেখ করিবে;
- (গ) পক্ষগণের নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা উল্লেখ করিবে; এবং
- (ঘ) আপীলকারীর স্বাক্ষর বহন করিবে।

(৫) আদালতের যে রায়, ডিক্রি বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা হইয়াছে, উহার একটি প্রত্যাখিত অনুলিপি আপীলের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৬) জেলাজজ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ, যতশীঘ্র সম্ভব, পারিবারিক আদালতকে অবহিত করিতে হইবে এবং উক্ত আদালত তদানুসারে রায়, ডিক্রি বা আদেশ পরিবর্তন বা সংশোধন করিবেন এবং ডিক্রি রেজিস্টার বহির যথাযথ কলামে সেই মর্মে প্রয়োজনীয় অন্তর্ভুক্তির কার্য সম্পাদন করিবে।

¶(৭) জেলাজজ কোন আপীল অতিরিক্ত জেলাজজ বা সাবজজ আদালতে শুনানী ও নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ আদালত হইতে অনুরূপ যে কোন আপীল প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।]

১৮। (১) পারিবারিক আদালত যে কোন ব্যক্তির প্রতি হাজির হইবার ও সাক্ষ্য দানের জন্য, অথবা কোন দলিল দাখিল করিবার বা করা হইবার জন্য সমন জারী করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে-

- (ক) কোড এর ধারা ১৩৩(১) এর অধীন কোন ব্যক্তি আদালতে ব্যক্তিগত উপস্থিতির দায় হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইলে তাকে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইবার জন্য বাধ্য করা যাইবে না;
- (খ) যখন আদালতের কাছে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়া প্রতীয়মান হয় যে, কোনরূপ অযৌক্তিক বিলম্ব, ব্যয় বা অসুবিধা কোন সাক্ষীর উপস্থিতি কার্যকর করা সম্ভব হইবে না, তখন পারিবারিক আদালত উক্ত সাক্ষীকে সমন জারী করিতে বা সাক্ষীর বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে জারীকৃত সমন বলবৎ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবে।

(২) পারিবারিক আদালত কোন ব্যক্তির প্রতি হাজির হইবার ও সাক্ষ্য দানের জন্য অথবা উহার নিকট কোন দলিল দাখিল করিবার জন্য সমন জারী করিলে যদি উক্ত ব্যক্তি উক্ত সমন ইচ্ছাকৃতভাবে অমান্য করে, তাহা হইলে আদালত উক্ত অবাধ্যতা আমলে গ্রহণ করিতে পারিবে এবং তাকে কৈফিয়ত দানের সুযোগ প্রদান করিয়া অনধিক একশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিবে।

পারিবারিক
আদালতের
সাক্ষীর প্রতি
সমন জারীর
ক্ষমতা

^১ উপ-ধারা (৭) পারিবারিক আদালত (সংশোধন), আইন ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩০ নং আইন) এর ১১ ধারাবলে সংযোজিত।

১৯। কোন ব্যক্তি পারিবারিক আদালত অবমাননার দায়ে দোষী হইবেন, যদি তিনি কোন আইনসম্মত অজুহাত ব্যতিরেকে, -

পারিবারিক
আদালত
অবমাননা

- (ক) পারিবারিক আদালতের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করেন;
- (খ) পারিবারিক আদালতের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন;
- (গ) পারিবারিক আদালত কর্তৃক জিজ্ঞাসিত কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে, বাধ্য থাকা সত্ত্বেও, অস্বীকার করেন;
- (ঘ) সত্য কথা বলিবার জন্য শপথ গ্রহণ করিতে অথবা পারিবারিক আদালতে তৎকর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষরদান করিতে অস্বীকার করেন;

এবং পারিবারিক আদালত তৎক্ষণাৎ আদালত অবমাননার দায়ে উক্ত ব্যক্তির বিচার করিতে পারিবে এবং তাহাকে অনধিক দুইশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিবে।

২০। (১) এই অধ্যাদেশ দ্বারা বা ইহার অধীন সুস্পষ্টভাবে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ (১৮৭২ সনের ১নং আইন) এবং কোড এর ধারা ১০ ও ১১ ব্যতীত অন্যান্য বিধানসমূহ পারিবারিক আদালতের কার্যধারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

কতিপয় আইনের
প্রযোজ্যতা ও
অপ্রযোজ্যতা

(২) শপথ আইন, ১৮৭৩ (১৮৭৩ সনের ১০নং আইন), পারিবারিক আদালতের সকল কার্যধারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২১। যদি কোন ব্যক্তির এই অধ্যাদেশের অধীন পারিবারিক আদালতে সাক্ষী ব্যতীত অন্য কোন হিসাবে, উপস্থিত হইবার প্রয়োজন হয় এবং সেই ব্যক্তি যদি পর্দানশীন মহিলা হয়, তাহা হইলে পারিবারিক আদালত তাহাকে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে তাহার প্রতিনিধিত্ব করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

প্রতিনিধিদের
মাধ্যমে উপস্থিতি

২২। পারিবারিক আদালতে যে কোন প্রকার মামলায় আরজি দাখিল করিতে প্রদেয় কোর্ট ফি পঁচিশ টাকা হইবে।

কোর্ট ফি

২৩। (১) এই অধ্যাদেশের কোন কিছুই মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সনের ৮নং অধ্যাদেশ) অথবা উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার কোন বিধানকে প্রভাবিত করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

১৯৬১ সনের
৮নং অধ্যাদেশ
প্রভাবিত না
হওয়া

(২) যেক্ষেত্রে কোন পারিবারিক আদালত মুসলিম আইনের অধীন অনুষ্ঠিত কোন বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য ডিক্রি প্রদান করে, সেক্ষেত্রে আদালত, ডিক্রি প্রদানের সাত দিনের মধ্যে, মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সনের ৮নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৭ এ উল্লিখিত যথাযথ চেয়ারম্যানকে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে উক্ত ডিক্রির প্রত্যাখিত প্রতিলিপি প্রেরণ করিবেন এবং চেয়ারম্যান, উক্ত প্রতিলিপি প্রাপ্ত হইবার পর, এইরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন যেন তিনি উক্ত অধ্যাদেশের অধীন কোন তালাকের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(৩) মুসলিম আইনের অধীন অনুষ্ঠিত কোন বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য কোন পারিবারিক আদালত কোন ডিক্রি প্রদান করিলে-

- (ক) যে তারিখে চেয়ারম্যান উপ-ধারা (২) এর অধীন উহার প্রতিলিপি গ্রহণ করিয়াছেন সেই তারিখ হইতে নব্বই দিন অতিবাহিত না

হওয়া পর্যন্ত উহা কার্যকর হইবে না; এবং

- (খ) যদি দফা (ক) তে বর্ণিত মেয়াদের মধ্যে পক্ষগণের মধ্যে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সনের ৮নং অধ্যাদেশ) এর বিধানাবলী অনুসারে কোন আপোষ মীমাংসা কার্যকর হয়, তাহা হইলে উক্ত ডিক্রির কোন কার্যকরতা থাকিবে না।

২৪। (১) পারিবারিক আদালত অভিভাবক ও পোষ্য আইন, ১৮৯০ (১৮৯০ সনের ৮নং আইন) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জেলা আদালত হিসাবে গণ্য হইবে, এবং এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত আইনে বর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে উহাতে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

(২) অভিভাবক ও পোষ্য আইন, ১৮৯০ (১৮৯০ সনের ৮নং আইন) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন উক্ত আইনের অধীন জেলা আদালত হিসাবে পারিবারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন আদেশের বিরুদ্ধে জেলাজজের আদালতে আপীল করা যাইবে এবং ধারা ১৭ এর বিধানাবলী উক্ত আপীলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২৫। (১) হাইকোর্ট বিভাগ, কোন পক্ষের আবেদনক্রমে অথবা স্বীয় উদ্যোগে, লিখিত আদেশ দ্বারা, -

- (ক) এই অধ্যাদেশের অধীন যে কোন মামলা একই জেলার এক পারিবারিক আদালত হইতে অন্য পারিবারিক আদালতে অথবা এক জেলার পারিবারিক আদালত হইতে অন্য জেলার পারিবারিক আদালতে স্থানান্তর করিতে পারিবে;
- (খ) এই অধ্যাদেশের অধীন যে কোন আপীল এক জেলার জেলা জজ আদালত হইতে অন্য জেলার জেলাজজ আদালতে স্থানান্তর করিতে পারিবে।

(২) জেলাজজ কোন পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে বা স্বীয় উদ্যোগে, লিখিত আদেশ দ্বারা এই অধ্যাদেশের অধীন যে কোন মামলা তাহার নিজ এখতিয়ারাধীন স্থানীয় সীমার মধ্যে এক পারিবারিক আদালত হইতে অন্য পারিবারিক আদালতে স্থানান্তর করিতে পারিবেন।

(৩) এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জেলাজজ এই অধ্যাদেশের অধীন তাহার নিকট বিচারাধীন কোন আপীল তাহার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন যে কোন অতিরিক্ত জেলাজজ অথবা সাবজজের আদালতে স্থানান্তর করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ আপীল, উক্ত আদালতসমূহ হইতে তাহার নিজ আদালতে, পুনঃস্থানান্তরও করিতে পারিবেন।

(৪) এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার অধীন যে আদালতে কোন মোকদ্দমা বা আপীল স্থানান্তরিত হইবে সেই আদালতের উহা এমনভাবে নিষ্পত্তি করিবার এখতিয়ার থাকিবে, যেন উহার নিকট উক্ত মোকদ্দমা রঞ্জু বা দায়ের করা হইয়াছে :

তবে শর্ত থাকে যে, মোকদ্দমা স্থানান্তরের প্রেক্ষিতে, পরবর্তী বিচারককে নূতন করিয়া কার্যধারা আরম্ভ করিবার প্রয়োজন হইবে না, যদি না উক্ত বিচারক লিখিতভাবে

১৮৯০ সনের
৮নং আইনের
উদ্দেশ্য
পূরণকল্পে
পারিবারিক
আদালত জেলা
আদালতরূপে
গণ্য হওয়া

মোকদ্দমা ও
আপীল স্থানান্তর
ও স্থগিতকরণ

কারণ উল্লেখ করিয়া অন্যরূপ নির্দেশ প্রদান করেন।

(৫) জেলাজজ লিখিত আদেশ দ্বারা তাঁহার এখতিয়ারাধীন স্থানীয় সীমানার মধ্যে কোন পারিবারিক আদালতের নিকট বিচারাধীন মোকদ্দমা স্থগিত করিতে পারিবেন।

(৬) হাইকোর্ট বিভাগ, লিখিত আদেশ দ্বারা, কোন পারিবারিক আদালতে বা জেলাজজ আদালতে বিচারাধীন যে কোন মামলা বা আপীল স্থগিত করিতে পারিবে।

২৬। সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

বিধি প্রণয়নের
ক্ষমতা

২৭। এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার অব্যবহিত পূর্বে কোন আদালতে ধারা ৫ এ বর্ণিত যে কোন বিষয় সম্পর্কিত বা উহা হইতে উদ্ভূত বিচারাধীন সকল মামলা, আপীল এবং অন্যান্য আইনগত কার্যধারা উক্ত একই আদালতে চলিতে থাকিবে এবং উক্ত আদালত এমনভাবে উহার শুনানী ও নিষ্পত্তি করিবে যেন এই অধ্যাদেশ প্রণীত হয় নাই।

বিচারাধীন
মামলা সম্পর্কিত
বিধানাবলী